সংবাদ প্রতিদিন

মরণোত্তর বৈরী

সমাজের আগে রাজনীতি, দলীয় মেরুকরণ নয়। মরণোত্তর বৈরিতা তৈরি করে চিরকাল নিন্দিত হবেন ট্রাম্প, কারাতরা।

মৃত্যুতেও শেষ হয় না রাজনৈতিক শত্রুতা! অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হলেও দেশে-বিদেশে এমনই কিছু সাম্প্রতিক নিদর্শন মানুষ হিসাবে আত্মপরিচয়ের অহংকে ক্ষুণ্ণ করে। সংকীর্ণতার নাগপাশ থেকে মানুষ কেন বের হতে পারে না, তা নিয়ে মনে প্রশ্ন তুলে দেয়। অথচ, জাগতিক সমস্ত চাওয়া-পাওয়ার ঊর্ধ্বে চলে যাওয়া মানুষটি ভাল ছিলেন, না মন্দ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার বিচার চলে না। কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। তার বাইরে মৃত মানুষটির সুখস্মৃতি, গুণাবলি নিয়েই সাধারণত চর্চা চলে আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে। কখনও বা পড়শি মহলে। দোষে-গুণে মানুষ। কিন্তু মৃত্যুর পর ত্রুটি-বিচ্যুতি সাধারণত আড়ালে রাখাই দস্তুর। কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প কবে আর সেই নিয়ম মেনেছেন? তাই দলীয় সতীর্থ হলেও সদ্যপ্রয়াত রিপাবলিকান সেনেটর জন ম্যাকিন-এর মৃত্যুর পর ন্যূনতম সৌজন্যও দেখাননি। ম্যাকিন ছিলেন ভিয়েতনামে যুদ্ধবন্দি। মার্কিন নৌসেনার বোমারু বিমানের প্রাক্তন পাইলট। কিন্তু জীবদ্দশাতেই তাঁকে যুদ্ধফেরত নায়ক বলে মানতে চাননি ট্রাম্প। আবার মার্কিন প্রেসিডেন্টের কট্টর সমালোচক ছিলেন ম্যাকিনও। তাই শনিবার ম্যাকিনের মৃত্যুর পর টুইটারে দায়সারা শোকবার্তা দিয়েই গল্‌ফ খেলতে চলে গিয়েছিলেন ট্রাম্প। ন্যাশনাল ক্যাথিড্রালে ম্যাকিনের শেষকৃত্যেও তিনি যাবেন না। অবশ্য রাজনৈতিক জীবনে তুমুল বৈরিতার পর ম্যাকিনও চাননি, ট্রাম্প তাঁর শেষকৃত্যে আসুন। অথচ রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক থেকে বিপরীত মেরুর হলেও প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা কিন্তু আমন্ত্রিত। এখানেই তো গণতন্ত্রের সার্থকতা।

চোখ ফেরান এ দেশে। ডিএমকে প্রধান এম করুণানিধির মৃত্যুর পর রাজাজি হলে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু তারপর? শেষকৃত্যের স্থান চূড়ান্ত করতে সদ্য পিতৃহারা স্তালিনকে আদালতে ছুটতে হয়েছিল। এমনকী, করুণানিধির শেষকৃত্যেও উপস্থিত ছিলেন না রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বা উপমুখ্যমন্ত্রী। করুণানিধি শুধু ডিএমকে দলের নেতা নন, ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীও। লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি ছুটে এলেন। কিন্তু আসা তো দূর, প্রকাশ্যে একবারও শোক প্রকাশ করতে দেখা গেল না তাঁর পূর্বসূরি প্রকাশ কারাতকে। সোমনাথবাবুর স্মরণ সভারও ধারেকাছে তাঁকে দেখা যায়নি। একবারের জন্য প্রাক্তন দলীয় সতীর্থকে নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি কারাত। দলীয় নির্দেশ না মানায় সোমনাথ দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু কখনও সিপিএমের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোনও কথাও বলেননি। তার উপর দীর্ঘদিন সংসদে তিনিই ছিলেন দলের মুখ। অতীত স্মৃতি, প্রথা মেনে কারাত, পালানিস্বামীরা কি প্রত্যাশিত সৌজন্য দেখাতে পারতেন না? সমাজ আগে। তারপর রাজনীতি, দলীয় মেরুকরণ। মরণোত্তর বৈরিতার দৃষ্টান্ত তৈরি করে চিরকাল নিন্দিতই থেকে যাবেন ট্রাম্প, কারাত, পালানিস্বামীরা। তাঁদের ঠাঁই হবে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে।

অমল আলোয়

বোর্ড গঠন হয়েছে? বোর্ডের লোকজন কোথায়?

দিনের চিঠি

ধর্মের ঊর্ধ্বে নদী-সচেতনতা বাড়ুক

বাঙালির দুর্গাপুজোর মাতামাতি আর বাকি বারো মাসে চব্বিশ পার্বণের চেয়ে বেশি। একই সঙ্গে ক্রমবর্ধমান নদী-জলাশয়ের অস্তিত্ব-সংকটের প্রবণতাও। অনেক টাকার অঙ্ক নদী সংস্কারের খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে। সবই ভাল, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হচ্ছে কি?

এখানে শুধু সরকারের গড়িমসিকে বড় করে দেখার কারণ আছে যত না, তার চেয়ে বেশি দেখা দরকার সাধারণ মানুষের উদাসীনতা কোন পর্যায়ে গিয়ে নেমেছে। নদীমাতৃক দেশে নদীই সবচেয়ে বেশি অবহেলিত আজ। যতই বৈচিত্রময় হোক না কেন, যে কোনও নদীর পাড়ে গিয়ে দাঁড়ালেই বোঝা যায় সব একই অবস্থায়। নদী আমাদের লোকাচারে-পুরাণে-বিশ্বাসে-জীবিকায় প্রকৃতির অপরিহার্য এক দান হয়েও, তাকে নোংরা করতে মানুষের একটুও আবেগ না হোক যুক্তিতেও বাধে না। শুধু নদীর দিকে তাকালেই বোঝা যায় ধর্মে কতখানি সংস্কার জরুরি। যদিও লেখা নেই প্লাস্টিকে ফুল মুড়ে নদীতে ছুড়ে দিতে হবে। এক পা অন্তর পুজোর হিড়িকে আবর্জনাও যে বাড়ে, সেটাই স্বাভাবিক। বিসর্জনে মাটি ধুয়ে নদীতেই ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই তো নদীর নয়। সেসব পচে জলে দূষণ বাড়ছে ভয়ংকরভাবে। বাগবাজারের কাছে নদীর দিকে একটু স্পষ্ট তাকালেই বোঝা যাবে, অগভীর হয়ে গিয়েছে কতখানি। চার-পাঁচ বছর আগেও ১৬ হাতের জালে দু'-তিন কিলো মাছ উঠত— ইলিশ, চিংড়ির মরশুম ছিল এই শ্রাবণ-ভাদ্র। এ বছর এত ভারী বর্ষণের পরেও কোনও অন্যথা ঘটেনি। মাছ ব্যবসা তলানিতে ধুঁকছে। ধর্ম লেগে আছে বলে সরকার সরাসরি এই নিয়ে কথাও বলে না। এভাবে চললে নদী শুকিয়ে যাবে তো বটেই, বন্যাও বাড়বে।

অন্বয় সাহা
চিৎপুর

■ ১৯৮১ নীহাররঞ্জন রায়ের মৃত্যুদিন। ইতিহাসবিদ, সাহিত্য সমালোচক, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই মনীষীর পাণ্ডিত্য বহুক্ষেত্রে বিচরণশীল। অন্যতম বিখ্যাত রচনা 'বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদি পর্ব'-তে প্রাচীনকাল থেকে মুসলিম শাসনের আগে পর্যন্ত বাঙালির ইতিহাসের একটি সুবিশাল অংশ ধরা রয়েছে। বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস বুঝতে পথনির্দেশক এই গ্রন্থ ১৯৫০ সালে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' পায়।

উত্তর সম্পাদকীয়

বাঘের ক্যারিশমা-ই বাঘের বেঁচে থাকার অন্তরায়

৬৯টি দেশের ৬৫০০ জনকে নিয়ে করা একটি সমীক্ষায় ৬৫ শতাংশ মানুষের রায় ছিল, বাঘই পৃথিবীর সবচেয়ে ক্যারিশম্যাটিক পশু। আর, এই রাজকীয় প্রেজেন্স-ই বাঘের শত্রু। চোরাশিকারিরা একটি বাঘের দেহ থেকে ৮০-৯০ লাখ টাকা আয় করে। এর মধ্যে শুধু চামড়া থেকেই আসে ১৫-১৮ লাখ। বাঘের সুরক্ষার জন্য শুধু সদিচ্ছা থাকলেই হবে না, হাতেকলমে রক্ষা করার দায়িত্বও নিতে হবে। বাঘের বিলুপ্তি কাম্য নয়।

শুদ্ধসত্ত্ব দাস ও নীলাদ্রি কুণ্ডু

ছবি তীর্থঙ্কর দাস

ঘড়িতে তখন ভোর পাঁচটা। সময়টা ২০১৩-র এপ্রিল। আমরা সাফারি গাড়িতে অপেক্ষারত বান্ধবগড়ের টালা গেটের সামনে। সামনে প্রায় ২০-২২টা গাড়ির লম্বা লাইন। প্রশ্ন করেছিলাম, 'হাম লোগ লেট হ্যায় কেয়া? আভি তো ৪৫ মিনিট টাইম হ্যায়।' ড্রাইভার সোনু-র সহাস্য উত্তর এসেছিল, 'ইহাঁ অ্যায়সা হি হোতা হ্যায়। হর সাল টুরিস্ট। পতা নেহি লাস্ট সাল সুপ্রিম কোর্ট কা ওহ ডিসিশন রহতা তো হাম লোগ কেয়া খাতে?' সেদিনের কথাবার্তায় বুঝেছিলাম এবং পরে জেনেছিলাম যে, ২০১২ সালে জুলাই মাসে সুপ্রিম কোর্ট থেকে আদেশ এসেছিল, ভারতের সমস্ত টাইগার রিজার্ভে পর্যটন বন্ধ করার। কারণ হিসাবে বলা হয়েছিল, পর্যটকদের অপব্যবহারে জঙ্গলের বাস্তুতন্ত্রের বিঘ্ন ঘটছে এবং ব্যাহত হচ্ছে বাঘদের স্বাভাবিক জীবনযাপন। এই সিদ্ধান্ত সেদিন একদিকে যেমন খুশি করেছিল কিছু পরিবেশবিদ ও পশুপ্রেমীকে, তেমনই দুঃখও দিয়েছিল অন্য পরিবেশবিদদের। বিপক্ষ কারণ হিসাবে তাঁরা তুলে ধরেছিলেন, সাফারি বন্ধ হলে চোরাশিকার চরম আকার ধারণ করবে। সবার অলক্ষ্যে জঙ্গল বাঘশূন্য হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, এই ব্যাঘ্র টুরিজম কেন্দ্র করেই বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবিকা চলে। তাই বাঘেদের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় মানুষের জীবন আরও কঠিন হয়ে যাবে। এই সিদ্ধান্তের পাল্টা পিটিশন দাখিল হয় এবং ওই বছরেই অক্টোবর মাসে নির্দেশ দেওয়া হয়, সাফারি চালু থাকবে। তবে তা 'কোর' জঙ্গলের কেবলমাত্র ২০% এলাকায়।

পরবর্তীকালে ভারতের প্রায় বেশিরভাগ ব্যাঘ্র প্রকল্পে ভ্রমণ করতে গিয়ে দেখেছি— সেদিনের বান্ধবগড়ের মতোই সর্বত্র পর্যটকদের ঢল। অক্টোবর থেকে জুন কোথাও সাফারিতে যেতে গেলে কী বিপুল চাহিদা তা অনলাইনে বসে বুকিং করতে গেলেই উপলব্ধি করেছি।

রাজস্ব ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাঘ্র পর্যটন

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের এক রিপোর্ট বলছে, ভারত পর্যটনে যে-রাজস্ব লাভ করে তার ১৫ শতাংশ আসে সাফারি থেকে। যেখানে রণথম্ভোর, করবেট, বান্ধবগড়, কানহা, তাডোবার সঙ্গে দক্ষিণের বান্দিপুর, নাগারহোল আর আমাদের সুন্দরবনও আছে। বিদেশি পর্যটক সমাগমে সর্বাগ্রে অবশ্য রণথম্ভোর। হবে না-ই বা কেন? যেখানে ক্লিন্টন এসে বাঘ দেখে যান, সে-স্থান কদর যে পাবেই, তা বলা বাহুল্য। গত দশ বছরে প্রায় ১৩০ মিলিয়ন ডলার লাভ হয়েছে শুধুমাত্র রণথম্ভোর থেকে। বান্ধবগড় আছে ঠিক তারপরই। ১২২ মিলিয়ন ডলার যার আয়। প্রতিদিন দু'বেলা মিলিয়ে গড়ে রণথম্ভোরে ৪৫ ও বান্ধবগড়ে ৩৯ জন বিদেশি আসেন। অন্যান্য টাইগার রিজার্ভেও স্বদেশিদের সঙ্গে বিদেশি পর্যটকদের আনাগোনা চলতে থাকে। আসে 'বিবিসি'-র মতো টিম তথ্যচিত্র করার জন্য। আর পর্যটকদের এই আসা-যাওয়াই বদলে দিয়েছে জঙ্গলের আশপাশের মানুষের জীবনযাত্রা। প্রচুর হোটেল, সাফারি গাড়ির সঙ্গে স্যুভেনিয়র শপ। কত মানুষ যে জীবিকা চালাচ্ছেন! সোনুর মতো ড্রাইভার, গাইডরাও আজ বেঁচে আছেন এইজন্যই। পেঞ্চ মহারাষ্ট্রের খুরসাপাড় জোনে দেখেছি রূপসার মতো আদিবাসী মেয়েরাও গাইডের ভূমিকায়। প্রায় ২০ জন মহিলা গাইড আছেন যাঁরা সমান দক্ষ বাঘ দেখাতে। খুরসাপাড় গেটেই রয়েছে রূপসাদের চা-দোকান। সাফারির আগে-পরে সেখানে উপচে পড়া ভিড়।

চোরাশিকারে রাশ ও বাঘের উপস্থিতি নির্ণয়

বাঙালি পর্যটক জয় মজুমদার ২০১২ সালে প্রথম জানান যে, সরিস্কাতে সম্ভবত একটিও বাঘ নেই। এরপর ডেপুটি ডিরেক্টর প্রিয়রঞ্জন সিন্‌হা নিজে বাঘ তো দূরের কথা, বাঘের পায়ের ছাপও দেখতে পাননি। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এ বিষয়ে সিবিআই তদন্ত কমিশন গঠন করেন। তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়, বিপুল চোরাশিকার সরিস্কা থেকে বাঘ-বিলুপ্তির প্রধান কারণ। এরপর শুরু হয় বাঘ পুনঃস্থাপন প্রক্রিয়া। রণথম্ভোর থেকে তিনটি বাঘকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আজ সেখানে আটটি বাঘ। নিয়মিত এই বাঘগুলি টুরিস্টদের দেখা দেয়। বাঘদের ছবি, ফেসবুকের দৌলতে দেখে, আমাদের মতো সাধারণ মানুষরাও জানতে পারি, সরিস্কা তার আগের গৌরব ফিরে পেতে চলেছে।

সাল ২০১৭। সবাই যখন ধরে নিয়েছে পালামৌ বাঘশূন্য হয়ে আছে, ২০১০ সালে বাঘশুমারে যে-সংখ্যা ছিল তিন সেটা শূন্য-তে গিয়ে ঠেকেছে, সে-সময়ই জনৈক পর্যটকের ক্যামেরায় ধরা পড়ল বাঘের ছবি। চারদিকে সাজ সাজ রব। নতুন করে লাগানো হল ক্যামেরা। দেখা গেল পালামৌতে বাঘ তখনও আছে। যদিও ২০১৮-এর ফেব্রুয়ারির পর সেখানে আর বাঘ দেখা যায়নি। সরিস্কার ঘটনা কর্তৃপক্ষকে নাড়িয়ে দিয়েছিল বাঘ না-থাকার জন্য। আর পালামৌর ঘটনা খুশি করেছিল, দু'টি ক্ষেত্রেই পর্যটকদের ভূমিকা। সে যতই ক্যামেরা ট্র্যাপ বা বনরক্ষীরা থাকুন না কেন।

সাফারি সংক্রান্ত দুর্নীতি ও আপত্তিকর ক্রিয়াকলাপ

পর্যটন যদি বাঘ সংরক্ষণে পরোক্ষে সাহায্য করে থাকে তো তার কিছু কুপ্রভাব এসে পড়ে। সাফারিকে কেন্দ্র করে দেখেছি একশ্রেণির মানুষের কালো ব্যবসা। রণথম্ভোরে বেশি অর্থ দিলেই সাফারি হাতের মুঠোয়। অথচ বহু প্রকৃত ব্যাঘ্রপ্রেমী মানুষ সাফারি বুকিংয়ে ব্যর্থ। শুধু রণথম্ভোর নয়, করবেটেও রয়েছে এই অবস্থা। বেশ কিছু গাইড আছেন যাঁদের বখশিশ দিলে তবেই বাঘ দেখাতে উৎসাহী হন। রণথম্ভোরের জনৈক গাইড আমাদের বলেছিলেন, জিপসিতে ভারতীয়দের নিয়ে সাফারি ওদের কাছে লোকসান, কারণ বিদেশিরা নাকি ডলারে বখশিশ দেন। তথাকথিত এই গাইড ড্রাইভারদের কাছে সাফারি তাই অতিরিক্ত উপার্জনের জায়গা।

জঙ্গলের নিয়মের অগ্রাহ্য

দু'-তিন বছর হল বান্ধবগড়, রণথম্ভোরে শুরু হয়েছে পূর্ণ দিন সাফারি। অর্থাৎ বেশ কিছু অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সাফারি। এতে ইচ্ছুক পর্যটকদের বাঘ দেখার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। খুব অল্পসংখ্যক গাড়িকেই এই অনুমতি দেওয়া হয়। তাই সকালের সাফারি শেষে যখন ৯০% গাড়ি ফিরে যায়, স্বল্পসংখ্যক এই গাড়িগুলো নিজেদের মতো ঘুরে বেড়ায়। এবং বনবিভাগ নির্দেশিত রাস্তায় গাড়ি না চালিয়ে সবার অলক্ষ্যে রাস্তার বাইরে গিয়ে বাঘের খুব কাছে চলে যায়। আমাদের সঙ্গেও এরকম এক ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল রণথম্ভোরে। কিন্তু অনুমান করতে পেরে আমাদের একজন সিনিয়র সহযাত্রী বলে উঠেছিলেন, 'মত কিজিয়ে, ওহ ইধার আয়েগা তো ঠিক হ্যায়। লেকিন রাস্তা ছোড়কে উনকা পাস মাত যাইয়ে।' বুঝেছিলাম গাইড ড্রাইভারদের এগুলো সহজাত।

তাডোবাতে দেখেছি গাড়ির লম্বা লাইন। প্রতিটি গাড়ির মধ্যে একফুট দূরত্ব নেই। বাঘিনি 'মায়া' তার শাবক নিয়ে রাস্তা পেরতে ব্যর্থ। কারণ তার রাস্তা ক্রস করার জন্য ন্যূনতম জায়গা নেই। সমস্ত জিপসির পর্যটকরাই যে-যার মতো ছবি আর ভিডিও তুলতে ব্যস্ত। অথচ মা বাঘ আর তার শাবকের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির কথা কেউ ভাবছে না। ছবি তোলার নেশায় দেখছি বেশ কিছু লোকের ফ্ল্যাশ দিয়ে ছবি তোলা যা বোধহয় মায়াকে আরও ভয় পাইয়ে দিল। রাস্তা পেরনোর বদলে মায়া উলটোদিকে জঙ্গলে বাচ্চাদের নিয়ে ঢুকে গেল সেদিন। সম্প্রতি ফেসবুকে দেখা যাচ্ছে, একটি বাঘের মুখে শিকারের বদলে একটি নরম পানীয়র প্লাস্টিকের বোতল। এভাবে পর্যটকরা যদি জঙ্গলকে ধ্বংস করার পথে এগিয়ে যান, তাহলে আগামী প্রজন্ম বাঘকে জঙ্গলে হয়তো আর নাও দেখতে পারে।

প্যারিস সুড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর কোরচ্যাম্প এক অনলাইন সমীক্ষা করেন ৬৯ দেশের ৬৫০০ জনকে নিয়ে। প্রশ্ন ছিল, পৃথিবীতে সবচেয়ে ক্যারিশম্যাটিক পশু কে? ৬৫% লোক জানান, বাঘ। জীবতত্ত্ববিদ তথা সংরক্ষকবিদ স্কট গ্রিল বলছেন, 'বাঘদের এই ক্যারিশমা-ই তাদের বেঁচে থাকার প্রধান অন্তরায়।' 'Wildlife Conservation Society'-র Vice President জো ওয়াল্টসন বলছেন, যে সমস্ত প্রাণী আমাদের সবচেয়ে প্রিয় তাদেরই আমরা রক্ষা করতে ব্যর্থ।

আর হবে নাই বা কেন? চোরাশিকারিরা একটা বাঘের থেকেই আয় করে ৮০-৯০ লাখ টাকা। যার মধ্যে শুধু চামড়ার দাম ১৫-১৮ লাখ। ১৯৯৫ থেকে ২০১২ চোরাশিকারিদের আয় হয়েছিল ৮০০ কোটি টাকা। আজ ২০১৮-তেও আমরা বলতে পারি না— চোরাশিকার সম্পূর্ণ বন্ধ করতে পেরেছি। উম্রেদ কারেন্ডওয়াল থেকে যখন ভারতের অন্যতম বৃহৎ বাঘ 'জয়' নিখোঁজ হয়, তার কারণের পিছনে কিন্তু চোরাশিকারকেই দায়ী করা হয়।

সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায়

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে ২০২২ সাল থেকে জঙ্গলের মধ্যে কোনও গেস্ট হাউস অর্থনৈতিক লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। অর্থাৎ বনকর্মীরা ছাড়া আর কেউ সেখানে থাকতে পারবেন না। কারণ হিসাবে বলা হয়েছে বাঘেদের স্বাভাবিক জীবনকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই এই সিদ্ধান্ত। জঙ্গলপ্রেমী মানুষদের জঙ্গলের নিস্তব্ধতা আর সৌন্দর্যকে নিয়ে ছুটি কাটানোর দিন বোধহয় শেষ হতে চলল। শার্দূলদের স্বাভাবিক রাখতে এটুকু অবশ্য আমাদের মানতেই হবে।

কিছু বছর আগেও টেলিভিশনের পরদায় ভেসে উঠত এক আবেদন 'কেবলমাত্র ১৪১১ বেঁচে'। বক্তা প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক এম. এস. ধোনি। সেই আবেদনকে সঙ্গে নিয়েই আমাদের মতো ব্যাঘ্রপ্রেমী মানুষদের নিয়মিত জঙ্গলযাত্রা। হলুদ-কালো ডোরাকাটাকে চাক্ষুষ করার, তাকে ক্যামেরাবন্দি করার প্রবল ইচ্ছা নিয়েই ভারতের টাইগার রিজার্ভে ঘুরতে যাওয়া। WWF, NTCA, WII, পরিবেশবিদ এবং পর্যটনপ্রিয় ব্যাঘ্রপ্রেমী মানুষের সহযোগিতায় আশার রুপোলি আলোর রেখাটা কিন্তু চওড়া হতে শুরু করেছে। ১৪১১ সেই সংখ্যা কিন্তু আজ অনেকটাই এগিয়ে ২২০০-এর দিকে।

suddhadas@gmail.com

ছবি তীর্থঙ্কর দাস

সবাই যখন ধরে নিয়েছে পালামৌ বাঘশূন্য হয়ে আছে, ২০১০ সালে বাঘশুমারে যে-সংখ্যা ছিল তিন, সেটা শূন্য-তে গিয়ে ঠেকেছে, সে-সময়ই জনৈক পর্যটকের ক্যামেরায় ধরা পড়ল বাঘের ছবি। চারদিকে সাজ সাজ রব। নতুন করে লাগানো হল ক্যামেরা। দেখা গেল পালামৌতে বাঘ তখনও আছে।

২৭ বর্ষ ২১ সংখ্যা। প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে **সৃঞ্জয় বোস** কর্তৃক ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২, ফোন : (০৩৩) ৭১০০-৭২০০ ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২১২-৬০৩১/৭৯৭৭/৬০৩৬ থেকে, প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ভিলেজ : ঘুটগড়িয়া, পোঃ অঃ : বড়জোড়া, মৌজা : কাদাশোল, জেলা : বাঁকুড়া, ফোন : +৯১-৮১০১৯৯০৯০৯ থেকে এবং দর্পণ টাইমস প্রাইভেট লিঃ, তেলানিপাড়া, সাহুডাঙ্গি হাট - ৭৩৫ ১৩৫, ভক্তিনগর, জেলা - জলপাইগুড়ি, ফোন : (০৩৫৩) ২৫২৬৬১৮ টেলিফ্যাক্স (০৩৫৩) ২৫২১৩৬৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। **সম্পাদক: সৃঞ্জয় বোস**। email : contact@sangbadpratidin.org
R.N.I. REGD. NO. WBBEN 53080/92, POST REGD. NO. WB/CC 635